60

আজকের কাগজ

তারিখ ...29 JAN 1994...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা বনাম শিক্ষক

বাংলাদেশ একটি দরিদ্রতম দেশ, এখানকার অধিকাংশ লোকই দিনমজুর। তাদের পক্ষে ছেলে- মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো অত্যন্ত কষ্টকর তবুও একটু সুখের প্রয়াসের তারা জীবন বাজি রেখে না খেয়ে ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যদিও কষ্ট করে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে নেন কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা সম্মুখীন হলে তাদেরকে পড়তে হয় দারুণ দুর্ভোগে। আর এই অসহায় পিতা-মাতার অসহায়ত্বের সুযোগ নেন। আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ। তারা ফরম ফিলআপ করার সময় যেমন পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা দাবি করেন, ঠিক তেমনি করে থাকেন প্রবেশ পত্র দেয়ার সময়। আর এতে করে দরিদ্র অনেক পরীক্ষার্থীরই পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের পড়তে হয় আরো দূর্ভোগে। শিক্ষকগণ ফরম ফিল-আপ প্রবেশ পত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মোট খরচের টাকাতো নেনেই, এমনকি ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় ও তাদের নিকট থেকে ঘুষ হিসেবে নাম্বারের বিনিময়ে দেড়'শ দু'শ টাকা জোরপূর্বক আদায় করেন। আর যদি কোন পরীক্ষার্থী টাকা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল পর্যন্ত করান। শিক্ষকগণের নিকট থেকে এও জানতে পারলাম যে একমাত্র টাকার বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব। আসলেই কি তাই?

এম আলী হায়দার আলম,
নোয়াপাড়া রাউজান, চট্টগ্রাম।